হইয়াছে। সেই শ্রীহরিরই স্বয়ং ঈশ্বরত্ব ১।২।২৪ শ্লোকে স্পষ্টই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যথা—

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্।

অর্থাৎ যেমন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি প্রকাশরহিত কাষ্ঠ হইতে প্রবৃত্তিস্বভাব ধূম শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে বেদোক্ত কর্ম্মের সাক্ষাৎ সাধন-অগ্নি শ্রেষ্ঠ, তেমনই লয়াত্মক তমোগুণ হইতে সোপাধিক জ্ঞান-হেতুক বিক্ষেপাত্মক রজগুণ শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনহেতু রূপ প্রকাশবহুল সত্ত্বগুণ শ্রেষ্ঠ। অতএব, শ্রীশিব শ্রীব্রহ্মা ও শ্রীবিষ্ণুর মধ্যে শ্রীবিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। ইত্যাদি বচনে শ্রীবিষ্ণুর স্বয়মীশ্বরত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুর স্বয়মীশ্বরত্ব বিষয়ে ব্রহ্মপুরাণে শ্রীশিববাক্যও পাওয়া যায়, যথা—

যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্
দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান। ইতি

অর্থাৎ যে জন আমাকে (শিবকে) অথবা পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহা কর্ত্তৃক প্রতাপশালী ভগবান্ বাসুদেবই দ্রষ্টব্য। যেহেতু ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের অনুভব হইলে শ্রীশিব ও শ্রীব্রহ্মার অনুভব স্বতঃই হইয়া থাকে। এইসকল প্রমাণে বৈষ্ণব রূপেই যে শিবের ভজন করা কর্ত্তব্য, তাহাই সিদ্ধান্তিত হইল। কোন কোন বৈষ্ণবগণ শিবের পূজাটিই যদি অবশ্যকর্ত্তব্যত্ব রূপে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই শিবালিঙ্গাধিষ্ঠানে ভগবান্ শ্রীহরিকেও পূজা করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মের শেষভাগে এই ইতিহাসটি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বক্সেন নামা কোন একটি ব্রাহ্মণ শ্রীহরিতে একান্ত ভক্ত হইয়া পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। সেই বৈষ্ণব একাকী কোন একটি বনের ভিতরে বসিয়াছিলেন। সেই সময়ে সেই স্থানে কোন একটি গ্রামাধ্যক্ষের পুত্র আসিয়া সেই ব্রাহ্মণকে বলেন— তুমি কে? তাহার উত্তরে ভক্ত ব্রাহ্মণটি নিজ পরিচয় প্রদান করেন। সেই গ্রামাধ্যক্ষপুত্র পুনর্ব্বার তাহাকে বলেন—আমার আজ বড় শিরঃপীড়া হইয়াছে বলিয়া নিজ ইষ্টদেব শিবকে পূজা করিতে পারিতেছি না। অতএব, তুমি আমার প্রতিনিধিরূপে সেই শিবকে পূজা কর। এই কথার পর সেই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে দেড়টি শ্লোক যথা—

এতদুক্তঃ প্রত্যুবাচ বয়মেকান্তিনঃ শ্রুতাঃ
চতুরাত্মা হরিঃ পূজ্যঃ প্রাদুর্ভাবং গতোঽথবা,
পূজয়ামশ্চ নৈবান্যং তস্মাত্ত্বং গচ্ছ মাচিরম্। ইতি ॥